আজকের কাগজ

তারিখ ... 29 MAY 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

30

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে যা ইচ্ছা খেলা

শাহ আরিফ নিশির ঃ কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন চলছে যা ইচ্ছা খেলা। জামাত শিবির চক্র যুবলীগ নেতা আযম হত্যার পরও চালাচ্ছে নয়া ১২ দফার নামে চক্রান্ত। ছাত্রদল সমাবেশ করছে। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রমৈত্রী, জাতীয় ছাত্র সমাজ, জাতীয় ছাত্রদল অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবি জানাচ্ছে।

পক্ষান্তরে বর্তমান উপাচার্য ডঃ ইনাম-উল-হক ক্যাম্পাস খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত তো নেনইনি উপরন্তু প্রক্টরিয়াল বডি'র বৈঠকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন এতে করে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনে শেসনজটের কালো ছায়া নেমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের আকাঙ্খা ছিলো বর্তমান উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস চালানোর মতো সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্যোগ গৃহীত হবে।

গত ২৮ এপ্রিল শিবিরের চিহ্নিত অস্ত্রধারীদের হাতে নিহত আযমের হত্যাকারিরা গ্রেফতার হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ অস্ত্রমুক্ত হবে। মোট কথা গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস হবে শিক্ষা গ্রহণের মতো নির্মল পরিবেশ। সাধারণ ছাত্রছাত্রী আবাসিক হলসমূহে অবস্থান করবে। আবার নিয়মমতো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহনগুলো চলাচল করবে। কিন্তু না! পরিবেশ উল্টো হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ক্যাম্পাসের হলসমূহে শিবিরের ক্যাডাররা অবস্থান করছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস খুলে দেয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে না। আযম হত্যাকারিরা আবার হত্যার হুমকি দিচ্ছে। বর্তমান উপাচার্য ক্যাম্পসের বাড়িতে অবস্থান করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। তিনি কুষ্টিয়া শহরের রেষ্ট হাউসে থাকবেন বলেও ঘোষণা দিয়েছেন। যদিও বর্তমানে তিনি তার কুষ্টিয়ার মিরপুর থানায় চাকরিরত ছেলের বাড়ি থেকে ক্যাম্পাসে যাওয়া আসা করছেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেননি। বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। যদিও গত ২০ মে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল বডি ক্লাস না খোলা পর্যন্ত সকল প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারপরও শিবির ও ছাত্রদল সমাবেশ করেছে। এ অবস্থার ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আতংক আর উৎকণ্ঠার মধ্যে পড়ে গেছে। একেতো বিশ্ববিদ্যালয় খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। তার উপর ছাত্র সংগঠনগুলো লাগাতার মারমুখী কর্মসূচি নিচ্ছে। অপরদিকে ছাত্রলীগ নেতা আফছার, জিল্লু, স্বপনদের অবৈধভাবে ৫ বছরের জন্যে বহিষ্কারাদেশ দুর্নীতিবাজ উপাচার্যের পদত্যাগ করার পরও কার্যকর থাকায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। মূলত মিথ্যা অভিযোগে প্রথমত আফছারসহ ৩ অভিযোগে প্রথমত আফছারসহ ৩ ছাত্রলীগ নেতাকে সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশে আটক ও মামলা করার পরও একাডেমিকভাবে ৫ বছরের বহিষ্কারাদেশের ঘটনা এক অপরাধের দু'রকম শাস্তি হয়ে গেছে। অপরদিকে গত ২৮ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিবিরের ক্যাডাররা বহিরাগত অভিভাবক যুবলীগ নেতা আযমকে হত্যা করার পরও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে একাডেমিক শাস্তি গ্রহণ করেনি। মূলত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন চলছে যা ইচ্ছা খেলা। প্রশাসনিকভাবে স্থবিরতা বিরাজ করছে নতুন উপাচার্য দায়িত্ব গ্রহণের পরও।